কালের কণ্ঠ

...23 ... 2013 ...
... 2 ... 2....

নীতিমালা মানছে না নামিদামি স্কুলগুলো

পরীক্ষুল আলম সুমন ▶

- প্রথম শ্রেণীতে লটারির বদলে প্রাক্-বাছাইয়ের নামে পরীক্ষাই নেওয়া হচ্ছে
- এসএসসির ফরম পূরণে নেওয়া হচ্ছে চার থেকে আট গুণ বেশি টাকা

প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি এবং এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ নীতিমালা মানছে না রাজধানীর নামি-দামি স্কুলগুলো। এ বছরের ভর্তি নীতিমালায় ১ ডিসেম্বর থেকে ভর্তি ফরম বিতরণের কথা থাকলেও গত ১০ নভেম্বর থেকেই বিভিন্ন স্কুল ফরম বিতরণশুরু করেছে। ১ ডিসেম্বরের আগে রাজধানীর প্রায় স্কুলেই এ ফরম বিতরণ কাজ শেষ হয়ে যাবে। প্রথম শ্রেণীতে লটারিতে ভর্তির নীতিমালা করা হলেও ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাক-বাছাইয়ের নামে ভিন্নভাবে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। তাদের দেখে আরো কিছু স্কুল এ প্রক্রিয়া চালু করতে যাচ্ছে। গত বছরও বেশ কিছু স্কুল নীতিমালা ভঙ্গ করলেও কঠোর কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় এবারও তারা একই কাজ করছে বলে অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা। এ ছাড়া এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের ক্ষেত্রেও নেওয়া হচ্ছে নির্ধারিত ফির চেয়ে চার থেকে আট গুণ পর্যন্ত বেশি টাকা। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন এসব বিষয়ে গত বুধবার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ভিকারুননিসা নূন স্কুলে যে প্রাক-বাছাই নিয়ম ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

নীতিমালা মানছে না নামিদামি স্কুলগুলো

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

করা হয়েছে এ ব্যাপারে এরই মধ্যে তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এসএসসির ফরম পূরণে বেশি টাকা নেওয়ার বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। এ ব্যাপারে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রধান করে প্রত্যেক জেলায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।'

জানা গেছে, এ বছর ভর্তি ফরমের দাম আংশিক এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের জন্য ২০০ টাকা এবং সম্পূর্ণ এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের জন্য ১৫০ টাকা নির্ধারণ করা হলেও অনেক নামকরা বিদ্যালয়ে এর চেয়ে টাকা নেওয়া হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ৫০০ টাকায় ফরম বিক্রি করছে রাজধানীর উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি লটারির মাধ্যমে করার নিয়ম থাকলেও ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ তা মানছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। তারা এ নিয়মের তোয়াক্কা না করেই গত ১৭ নভেম্বর প্রাক-বাছাই ভর্তি পরীক্ষা নিয়েছে শিক্ষার্থীদের। এতে বিপাকে পড়তে হয়েছে অভিভাবকদের। ভর্তি ফরমে সাক্ষাৎকারের কথা লেখা থাকলেও এ ধরনের লিখিত পরীক্ষা নেওয়ায় অনেক শিশুই ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করে। শাহ আলম নামে এক অভিভাবক কাদের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা জানি লটারির মাধ্যমে ভর্তি করা হবে। কিন্তু রীতিমতো ভর্তি পরীক্ষাই নেওয়া হয়েছে। পেনসিল-রাবার নিয়ে না আসায় বেশ বিপাকেই পড়তে হয়েছিল।'

গত বছর ভর্তিতে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং মণিপুর হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষের এমপিও স্থগিত করা হয়েছিল। নীতিমালা না মানার বিষয়ে বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি সরাসরি যুক্ত থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তির বিধান না থাকায় তারা একই কাজ বারবার করছে বলে অনেকেই মত দিয়েছেন। অন্যদিকে এমপিওভুক্তি স্থগিতের কারণে এসব বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরা সরকারিভাবে যে টাকাটা পাচ্ছেন না, তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা নিজ প্রতিষ্ঠান থেকেই পাচ্ছেন। এ কারণে সরকারি অংশের বেতনের প্রতি তাদের আগ্রহ অনেকাংশেই কম। তিন অধ্যক্ষের মধ্যে ভিকারুননিসার অধ্যক্ষ নুসরাত আরা বেগম অবসরের পর চুক্তিভিত্তিক দায়িত্বে থাকায় তিনি নিয়ম অনুযায়ী তাঁর সরকারি বেতন পাওয়ারও কথা নয়। এ পরিস্থিতিতে সরকারের শাস্তিকে শুধুই কাগজে আদেশ বলে মনে করছেন অভিভাবকরা।

গত মঙ্গলবার ২০১৩ সালের মাধ্যমিকের ভর্তি নীতিমালাবিষয়ক সভায় এমপিও স্থগিত হওয়া এসব শিক্ষকের এমপিও শিগগিরই চালুর বিষয়ে মত দিয়েছেন অনেকেই। কারণ এসব বিদ্যালয় থেকে মাউশিকে জানানো হয়েছে, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যে টাকা বেশি নেওয়া হয়েছিল তার অধিকাংশই গত এক বছরে সমন্বয় করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে মাউশি স্থগিতাদেশ উঠিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

এদিকে ২০১৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণেও চার থেকে আট গুণ বেশি অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ফরম পূরণে এক হাজার ১৪০ টাকা ও কেন্দ্র ফি ২৫০ টাকাসহ মোট এক হাজার ৩৯০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে বিজ্ঞান শাখায় মোট এক হাজার ৪৮০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু রাজধানীর কোনো স্কুলেই এ টাকায় ফরম পূরণ করতে পারেনি শিক্ষার্থীরা। কয়েক গুণ বেশি টাকা দিতে গিয়ে অনেক অভিভাবককেই হিমশিম খেতে হয়েছে।

বাড্ডার আলাতুন নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসএসসির ফরম পূরণে প্রথমে ৯ হাজার টাকা ফি নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আন্দোলনের মুখে তিন হাজার টাকা কমিয়ে পরে ছয় হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। বাধ্য হয়েই অভিভাবকরা স্কুলের নির্ধারিত এ টাকা মেনে নেন।

নাম প্রকাশ না করে এক শিক্ষার্থীর মা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের মতো চাকরিজীবী পরিবারের পক্ষে বোর্ডের নির্ধারিত ফির চেয়ে চার গুণ বেশি দেওয়াটা খুবই কষ্টকর। স্কুল বেশি ফি নির্ধারণ করায় আমরা আন্দোলন করেছি আর শিক্ষা বোর্ড সেটা জানবে না তা হয় না। কয়েকজন অভিভাবক এ টাকা দিতে আপত্তি জানালেও তাঁদের সন্তানকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না বলেও হুমকি দেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির এক সদস্য। প্রধান শিক্ষকও তখন নিশ্চুপ ছিল।'

খোঁজ নিয়ে আরো জানা যায়, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাণিজ্যে ১০ হাজার ৯৫০ টাকা ও বিজ্ঞান বিভাগে ৯ হাজার ৮৯০ টাকা নেওয়া হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষার ফি বাবদ। মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানে আট হাজার ৮০০ এবং ব্যবসায় শিক্ষায় আট হাজার ৫৫০ টাকা, ঢাকা রেসিডেনশিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিজ্ঞানে ছয় হাজার ১৪৭ টাকা ও ব্যবসায় শিক্ষায় ছয় হাজার ৫৭ টাকা, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিজ্ঞানে চার হাজার ২৪০ টাকা এবং মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষায় চার হাজার ১৫০ টাকা, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায় সাত হাজার, সেন্ট যোসেফে প্রায় ছয় হাজার টাকা নেওয়া হচ্ছে। রাজধানীর অধিকাংশ স্কুলই এভাবে বোর্ডের নির্ধারিত ফির চেয়ে অনেক বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে।

অভিভাবক সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বীণা সুলতানা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রতি বছর ভর্তির আগে নীতিমালা হয়। আবার অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত কমিটিও হয়। কিন্তু শাস্তি হয় না। কোনো ক্ষেত্রে হলেও তা নামকাওয়াস্তে। এ বছর এরই মধ্যে ভর্তিতে বেশি টাকা না নেওয়ার ব্যাপারে আদালত নির্দেশনা দিয়েছেন। এখন মাউশির কঠোর মনিটরিং করা উচিত।'